বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

(প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট,১৯৭৪(২৫/১৯৭৪)এর অধীনে গঠিত)
৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

মামলা নং-৪/২০১৭

জনাব প্রশান্ত কুমার মজুমদার — ফরিয়াদী
পিতাঃ স্বর্গীয় নারায়ন চন্দ্র মজুমদার
সেকশন অফিসার (জনসংযোগ),
রেজিস্ট্রারের কার্যালয়,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়,
শাহবাগ, ঢাকা।

বনাম

সম্পাদক — প্রতিপক্ষ
সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ
বাড়ী নং-২২৬, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান
২। জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত — সদস্য

ফরিয়াদী	ঃ বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণ উপস্থিত আছেনঃ- যথা ১। মোঃ দেলোয়ার হোসেন লস্কর ২। মোঃ ওবায়দুর রহমান লস্কর, ৩। মরিয়ম লাকী
প্রতিপক্ষ	ঃ বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট উপস্থিত আছেন।
শুনানীর তারিখ	ঃ ২৬/১২/২০১৭ খ্রিঃ এবং ১৯/০৪/২০১৮খ্রিঃ
রায়ের তারিখ	ঃ ১০/০৫/২০১৮খ্রিঃ

রায়

ফরিয়াদীর আর্জিঃ

অভিযোগকারী/ফরিয়াদী বাংলাদেশের মধ্যে খ্যাতিমান চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শাহবাগ, ঢাকা এর রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়ের সেকশন অফিসার (জনসংযোগ) হিসেবে কর্মরত এবং রেজিষ্ট্রার এর নিকট হতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে অত্র অভিযোগটি দায়ের করেছেন।

প্রতিপক্ষ সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর, উস্কানিমূলক, আপত্তিকর মিথ্যা, ভূয়া এবং বানোয়াট সংবাদ পরিবেশনের দায় বর্তায়।

প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ভাবে গত ০৩/৪/২০১৭ এবং ১০/৪/২০১৭ তারিখের কভার পৃষ্ঠা ও ভিতরে পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট এবং অসত্য সংবাদ প্রকাশ করেছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনসাধারণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং এখান থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা সনদ প্রদান করা হয় যা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়টি" বাংলাদেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা বিদ্যাপিঠ এবং একমাত্র স্বয়ং সম্পূর্ণ

বিশ্ববিদ্যালয়, যার সম্পর্কে প্রতিপক্ষ অসত্য ও মিথ্যা সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা করেছেন।

প্রতিপক্ষের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকায় যে সকল সংবাদ/ প্রতিবেদন যে তারিখে, যে সকল শিরোনামে প্রকাশ করেছেন তার তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	তারিখ	প্রকাশের স্থান	সংবাদ শিরোনাম
১।	০৩/০৪/২০১৭ইং	কভার পৃষ্ঠায়/প্রচ্ছদে এবং ১০-১১ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া	বিএসএমএমইউ/তেলাগামহীন দুর্নীতি/স্বেচ্ছাচরিতা সাব-শিরোনাম অবৈধভাবে ২৩৩ পদ স্থায়ীকরণ ও ঘুষ বাণিজ্য।
২।	১০/০৪/২০১৭ইং	কভার পৃষ্ঠায়/ প্রচ্ছদে এবং ১২-১৩ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া	বিএসএমএমইউ ওষুধ এমএসআর সহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক লুটপাট সাব-শিরোনাম অনৈতিকভাবে ৪ লাখ ৮০ হাজার ১শ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

এবং উপরে উল্লেখিত শিরোনামে প্রকাশিত সকল সংবাদ প্রতিবেদন আপত্তি জনক, অসত্য, কাল্পনিক, মিথ্যা, বানোয়াট ও ভূয়া এবং উক্তরুপ কাল্পনিক ভূয়া সংবাদ প্রকাশ করে একটি চলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জনসম্মুখে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, যার বিচার হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রতিপক্ষ কর্তৃক সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে The Daily Star পত্রিকায় সংবাদ/প্রতিবেদন প্রকাশের পর পরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি গত ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে অনুসন্ধান প্রতিবেদন বা তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে, যাতে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের বা কথিত নার্স নিয়োগে দূর্নীতির বিষয়ে কোন অভিযোগই প্রমানিত হয় নাই।

অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন তারিখ ১৯/০৩/২০১৭

সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ এর বিষয়ে ফরিয়াদীর বক্তব্য এই যেঃ-

(ক) প্রকাশিত সংবাদ সমূহ কাল্পনিক, ভুল তথ্য সম্বলিত ও সত্য বিবর্জিত।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজে প্রকাশিত সংবাদ সমূহ আসার পূর্বে কতিপয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট পেশ করার পূর্বেও অসত্য ঘটনার জের টেনে ধারাবাহিক ভাবে অসত্য ও কাল্পনিক সংবাদ প্রতিবেদন সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকায় প্রকাশ পূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে।

(গ) নার্স নিয়োগ ও বিদেশে প্রশিক্ষণার্থী ডাক্তারদের টি.এ.ডি.এ সংক্রান্ত বা চাকুরী স্থায়ীকরণে যে সকল অনিয়ম/দুর্নীতির কথা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে প্রকাশ করে যাতে চলমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা অনুসন্ধান কমিটি যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত এবং যার নেতৃত্বে ছিলেন একজন মাননীয় সংসদ সদস্য তাঁরা নার্স নিয়োগের ব্যাপারে বা টি,এ,ডি,এ সংক্রান্ত কোন রকম দুর্নীতির তথ্য উপাত্ত খুঁজে পান নাই অথচ প্রতিপক্ষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ভাবে সংবাদ প্রতিবেদন Repeatation করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশকে বিক্ষুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে।

(ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্বদ্যিালয় মূলতঃ একটি চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা মূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়ম মাফিক পরিচালিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের সকল বিষয়ে যথাযথ জবাবদিহিতা বিধান রয়েছে। হিসাব নিকাশ সংক্রান্তের জন্য হিসাব বিভাগ সহ তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ রয়েছে, যারা নিয়মিত তদন্ত করেন অথচ প্রতিপক্ষ তার পত্রিকায় গত ১০/০৪/২০১৭ তারিখে বিশেষ প্রতিবেদন আকারেও অসৎ উদ্দেশ্যে বিএসএমএমইউ ওষুধ এমএসআর ক্রয়সহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক লুটপাট শিরোনামে অসত্য কাল্পনিক ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জনমনে অহেতুক সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

(ঙ) প্রতিপক্ষ গত ০৩/০৪/২০১৭ তারিখে বিএসএমএমইউ তে লাগামহীন দুর্নীতি স্বেচ্ছাচারিতা শিরোনামে কোন প্রকার তথ্য উপাত্ত ছাড়া ও ডকুমেন্ট ব্যতিরেকে বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রকাশ করেছে, যাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হৃদরোগ জনিত চিকিৎসা সংক্রান্তে জনমনে বিরুপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

(চ) প্রতিপক্ষ অকারণে অসত্য, ভূয়া, ভিত্তিহীন, কাল্পনিক,বানোয়াট, বিভ্রান্তিকর ও বিদ্বেষমূলক সংবাদ/প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে প্রচার করে একদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে এবং অপরদিকে সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকার অগণিত পাঠকের সাথে প্রতারণা করেছে।

প্রতিপক্ষ সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকায় প্রকাশিত মিথ্যা, তথ্য বিহীন, বিভিন্ন শিরোনামে অসত্য সংবাদ সমূহ প্রকাশ করেছে। এ ব্যাপারেও ফরিয়াদি মাননীয় রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের নির্দেশক্রমে গত ০৯/০৪/২০১৭ তারিখে সরাসরি ও ডাকযোগে প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছেন এবং প্রতিবাদলিপি পাওয়ার পর প্রতিপক্ষ গত ১০/০৪/২০১৭ তারিখে পুনরায় একই বিষয় দুর্নীতির বিষয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এবং যার প্রেক্ষিতে ফরিয়াদি পুনরায় ২৩/০৪/২০১৭ তারিখে প্রতিবাদলিপি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রতিপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করেছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ উক্ত প্রতিবাদ সমূহের কোন গুরুত্ব দেননি বা প্রতিবাদলিপি প্রকাশ করেননি ।

ফরিয়াদী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। প্রতিপক্ষ মিথ্যা, বানোয়াট, কাল্পনিক, ভুয়া এবং আক্রোশ মূলক সংবাদ বিভিন্ন দুর্নীতির বরাতে প্রচ্ছদ ও ভিতরে দুর্নীতি শিরোনামে মিথ্যা সংবাদ/ প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়েরর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছেন এবং এর ফলে ফরিয়াদী উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসাবে নিজেই একই ভাবে ব্যথিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, যা টাকার অংকে পূরণ করা সম্ভব হবে না।
যেকোন পত্রিকায় ভূয়া, মিথ্যা, বানোয়াট, কাল্পনিক, এবং অসত্য সংবাদ প্রকাশে একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে ক্ষতি হয় সংশোধনী রিপোর্টে বা প্রতিবাদ লিপি বার বার প্রকাশ করা হলেও উক্তরুপ ক্ষতিপূরণ হয় না, যা প্রতিপক্ষ ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন। প্রতিপক্ষ লাগামহীন ভাবে যে সকল ভিত্তিহীন দুর্নীতি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত ছাড়া ন্যাক্কারজনক ভাবে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন তাহা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও তাঁর সকল পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে দুর্নীতিবাজ প্রতিষ্ঠান ও দুর্নীতিবাজ বলা হয়েছে, যাতে ফরিয়াদীর প্রতিষ্ঠানে ও ফরিয়াদীকে ব্যক্তিগতভাবে অপূরনীয় ক্ষতি করেছে এবং ফরিয়াদী ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন।
প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি যাহা প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১১ বি ধারা অনুযায়ী প্রণীত, উহার রুল ২১ অনুযায়ী বলা হয়েছে "কোন দুর্নীতি বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত বা অন্য কোন অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরীর প্রতিবেদনের উচিৎ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাধ্যমত নিশ্চিত হওয়া এবং প্রতিবেদককে অবশ্যই খবরের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার মত যথেষ্ট তথ্য যোগাড় করা" অথচ প্রতিপক্ষ উক্তরুপে কোন তথ্য উপাত্ত ও দালিলিক প্রমাণ ব্যতিরেকে বিদ্বেশ প্রসূত হয়ে প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করেছে যার জন্য প্রতিপক্ষ তিরস্কার পাওয়ার যোগ্য।
প্রতিপক্ষ বাংলাদেশে প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণিত আচরণবিধি অনুসরণ না করে সকল সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যার উপযুক্ত প্রতিকার ফরিয়াদি পাওয়ার হকদার।
পরিশেষে, প্রতিপক্ষকে নোটিশ প্রদানে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২ ধারা মোতাবেক সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করার জন্য আবেদন করেছেন।

প্রতিপক্ষের জবাবঃ
প্রতিপক্ষ জবাব দাখিল করে নিবেদন করেন যে, অভিযোগকারী/ফরিয়াদী অত্র মামলায় সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ সম্পর্কে যেসব অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। প্রকৃত অর্থে বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সময়ের অনিয়ম-দুর্নীতি ধামাচাপা দেয়ার জন্যই শীর্ষকাগজের বিরুদ্ধে এরূপ মিথ্যা ও তঞ্চকতাপূর্ণ অভিযোগ দাখিল করেছেন অভিযোগকারী।
মামলার অভিযোগকারী বিএসএমএমইউ'র সেকশন অফিসার (জনসংযোগ) প্রশান্ত কুমার মজুমদার সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ ও এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান শীর্ষনিউজ ডটকম-এ ২০০৯ এবং ২০১০ সালে স্টাফ রিপোর্টার পদে কর্মরত ছিলেন। শুরু থেকে এই দুটি প্রতিষ্ঠান একই সঙ্গে প্রতিপক্ষের সম্পাদনায়, ব্যবস্থাপনায় একই অফিস থেকে প্রকাশিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রত্যেক সাংবাদিক-কর্মচারীর পরিচয়পত্র এবং ভিজিটিং কার্ডে দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই লোগো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রশান্ত কুমার মজুমদারও সেই পরিচয়পত্র এবং ভিজিটিং কার্ড ব্যবহার করেছেন।

অভিযোগকারী প্রশান্ত কুমার মজুমদার শীর্ষকাগজ এবং শীর্ষ নিউজ ডটকমে কর্মরত থাকাকালেই বিএসএমএমইউ-তে চাকরির জন্য আবেদন করেন। শীর্ষ নিউজ ডটকমের প্যাডে প্রতিপক্ষের লেখা অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটই চাকরির আবেদনের সঙ্গে বিএসএমএমইউ-তে জমা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর চাকরি হয় এবং তিনি বিএসএমএমইউ-তে যোগদান করেন। কাজেই সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ ও শীর্ষনিউজ ডটকম যে কোনো মিথ্যা, ভূয়া বা কাল্পনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে না তা প্রশান্ত কুমার ভাল করেই জানেন।
সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বরাবর সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি বিষয়ে প্রকাশিত আলোচ্য এই প্রতিবেদনগুলোও সঠিক তথ্যের ভিত্তিতেই প্রকাশিত হয়েছে।

অভিযোগকারী প্রশান্ত কুমার মজুমদারের সঙ্গে শীর্ষকাগজ পত্রিকার সম্পাদক একরামুল হকের সম্পর্ক বরাবরই ভালো ছিল। বিএসএমএমইউ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশের আগে প্রতিপক্ষ নিজে তথ্য সংগ্রহ করেছে। বেশ

কয়েকবার প্রশান্ত কুমার মজুমদারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছে। বিএসএমএমইউ-তে সশরীরে গিয়েছে বেশ কয়েকবার। প্রমান্ত কুমার মজুমদারের অফিসকক্ষেই তাঁর সঙ্গে কয়েকদফা আলাপ হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে তিনি প্রতিপক্ষকে সহায়তা করেছেন। প্রতিবেদন তৈরিতে উৎসাহিতও করেছেন। ভিসিসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বর্তমান অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। নিজেও অনেক তথ্য দিয়েছেন। এছাড়া আরও কার কার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে সেটিও বলে দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শে আরো কয়েকজন সোর্সের সঙ্গে গোপনে কথা বলেছে, সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য।
বিএসএমএমইউ সম্পর্কে সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ বিএনপি আমলে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। পরবর্তীতে ওয়ান-ইলেভেনের আমলে, এমনকি সাবেক ভিসি প্রাণ গোপল দত্তের সময়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। চলতি ২০১৭ সালের প্রথমদিকে যন্ত্রপাতি ক্রয় ও নার্স নিয়োগে অনিয়ম এবং ভিসি- প্রো-ভিসির হাতাহাতি সম্পর্কে দেশের প্রায় সব সংবাদ মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর শীর্ষকাগজের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়, এটি ফলোআপ করার জন্য। অন্য কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে প্রতিপক্ষ নিজে এ কাজে নেমে পড়ে। প্রথমে বিএসএমএমইউ'র প্রতিপক্ষের ঘনিষ্ঠ একজন স্বাচিপ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে। তিনি প্রো-ভিসি এএসএম জাকারিয়া স্বপনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রতিপক্ষকে পরামর্শ দেন। তবে, তাঁর অধিকাংশ বক্তব্যই ছিল রাজনৈতিক।
স্বচিপের ওই নেতার সঙ্গে কথা বলার পর, প্রতিপক্ষ যোগাযোগ করে বিএসএমএমইউ'র সেকশন অফিসার (জনসংযোগ) প্রশান্ত কুমার মজুমদারের সঙ্গে এবং তাঁর সাথে কথা বলার পর প্রতিপক্ষের ধারণা পুরো পাল্টে যায়। তিনি প্রতিপক্ষকে প্রো- ভিসি জাকারিয়া স্বপন সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "জাকারিয়া স্যারের মেজাজ একটু গরম। কিন্তু চোর নন। তিনি অনিয়ম-দুর্নীতিসহ্য করতে পারেন না। তাই অনিয়ম-দুর্নীতি দেখলেই রেগে যান। জাকারিয়া স্যারের বিরুদ্ধে ক্যান্সার নিরাময় মেশিন ক্রয়ে অনিয়মের যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সত্য নয়। তিনি একজন ক্যান্সারের রোগী। তিনি কেন ক্যান্সার নিরাময় মেশিন ক্রয়ে অনিয়ম করতে যাবেন? বস্তত, ভিসি এবং তার লোকজন ক্যান্সার নিরাময় মেশিন ক্রয়ে অনিয়ম করতে বাধা দিয়েছেন। তাই জাকারিয়া স্যার এর বিরুদ্ধে এরা উল্টো দুর্নীতি অভিযোগ তুলছে"।

সেকশন অফিসার (জনসংযোগ) প্রশান্ত কুমার মজুমদারের এমন তথ্যের পরই মূলত প্রতিপক্ষের প্রতিবেদনের দিক পাল্টে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকশন অফিসার (জনসংযোগ) প্রশান্ত কুমার মজুমদার নার্স নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতির যেসব তথ্য পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তা সবই সত্য বলে স্বীকার করেন। তিনি এজন্য বিএসএমএমইউ'র ভিসি অধ্যাপক ডা: কামরুল হাসান খান ও তার সহযোগীদের দায়ী করেছেন। তিনি এও বলেছেন, তার নিজেরও কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী ছিল। তার মধ্যে যারা টাকা দিতে পেরেছে তাদের চাকরি হয়েছে। কিন্তু অন্যরা চাকরি পায়নি। প্রচারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ শাখার তার যে দায়িত্ব সেগুলোও অন্য বহিরাগতদের দিয়ে করানো হচ্ছে বলে তিনি প্রতিপক্ষের কাছে অভিযোগ করেছেন। প্রচারসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অযথা অর্থ খরচ দেখিয়ে প্রচুর অর্থ লুটপাট করা হচ্ছে। সেইসব খরচের ভাউচার অনুমোদনের ক্ষেত্রে তাকেও নাকি জড়ানো হয়েছে। অথচ তিনি এসব খরচের সঙ্গে জড়িত নন বলে প্রতিপক্ষকে জানিয়েছেন।
সেকশন অফিসার (জনসংযোগ) প্রশান্ত কুমার মজুমদার প্রতিপক্ষের কাছে প্রো-ভিসি জাকারিয়া স্বপনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বিএসএমএমইউ'র সাবেক ভিসি প্রাণ গোপাল দত্তেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বর্তমান ভিসি কামরুল হাসান খানের কর্মকাণ্ডের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রাণ গোপাল দত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবার মান বাড়িয়েছেন। তার আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বেড়েছে। আর এই আমলে সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। বর্তমান ভিসি শুধু সভা-সেমিনার, খাই-দাই পার্টি, আর দলাদলি নিয়ে ব্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস পালনসহ বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে অযথা ব্যাপক অর্থের অপচয় করেছেন বর্তমান ভিসি এমন কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্যও প্রশান্ত কুমার মজুমদার প্রতিপক্ষকে দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে নিয়োগে অনিয়মসহ নানা অনিয়মের বিষয় ভিসি অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খানের মন্তব্য নেয়ার জন্য শীর্ষকাগজের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষ একাধিবার ভিসির পিএস'র সঙ্গে যোগাযোগ করে। ভিসির মন্তব্য নেয়ার জন্য একদিন তার দফতরেও যায়। ভিসির পিএস'র কক্ষ থেকে বের হওয়ার সময়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকশন অফিসার (জনসংযোগ) প্রশান্ত কুমার মজুমদার সঙ্গে প্রতিপক্ষের সাক্ষাত হয়। তিনি কথা বলতে বলতে প্রতিপক্ষকে ওই ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে বাগানের দিকে নিয়ে যান । বাগানের পশ্চিম পার্শ্বে আড়ালে দাড়িঁয়ে ওইদিনও দীর্ঘক্ষণ প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেছেন।
বিএসএমএমইউ'র অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে প্রতিবেদন ছাপা হওয়ার পরও, এমনকি বিএসএমএমইউ'র প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেকশন অফিসার (জনসংযোগ) প্রশান্ত কুমার মজুমদার নিজে প্রতিবাদ পাঠানোর পরও তাঁর সঙ্গে প্রতিপক্ষের মোবাইল ফোন এবং সরাসরি কথা হয়েছে। তিনি প্রতিপক্ষকে বলেছেন, প্রতিবাদ দিতে হয়, তাই দিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের চাপের মুখে প্রতিবাদ পাঠাতে বাধ্য হয়েছি। আপনার কাজ আপনি করুন'।

কিন্তু, পরে দেখা যায় তিনি বাদী হয়ে বিশ্ববদ্যিালয়ের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন প্রেস কাউন্সিলে। তিনি ঘটনা ফাঁস করে দিয়েছেন। এখন তাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে গেছে, তাই বিশ্বদ্যিালয় প্রশাসনের পক্ষ হয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে মামলা দায়ের করেছেন।
অভিযোগকারী প্রশান্ত কুমার মজুমদার মামলা শীর্ষকাগজের যে দুটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করেছেন, উক্ত দুটি প্রতিবেদনে শীর্ষকাগজ পুরোপুরি সঠিক তথ্যই উপস্থাপন করেছে। ০৩/০৪/২০১৭ তারিখে প্রকাশিত প্রথম প্রতিবেদনে তিনটি অংশ ছিল-(ক) নার্স নিয়োগ অনিয়ম (খ) আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করে এডহক ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ (গ) অবৈধভাবে পদ স্থায়ীকরণ।
প্রথমত অংশের বিষয়ে প্রতিপক্ষের বক্তব্য হলো, নার্স নিয়োগ অনিয়ম সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যেসব সংবাদ ছাপা হয়েছে শীর্ষকাগজ শুধুমাত্র সেগুলোই সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেছে। প্রতিবেদনটি তৈরির শেষ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করার সেই রিপোর্টরও ফলাফল শীর্ষকাগজের প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। কাজেই শীর্ষকাগজ এক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছে বলে প্রতিপক্ষ মনে করে।
দ্বিতীয় অংশের বিষয়ে প্রতিপক্ষের বক্তব্য হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের এডহক ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের আদেশ আছে। একথা পুরোপরিই সঠিক। বিএসএমএমইউ'র নিয়োগ সংক্রান্ত এক মামলায় ইতিপূর্বে আপিল বিভাগ এমন আদেশ দিয়েছেন। যা সবাই জানেন। প্রশান্ত কুমার মজুমদার তাঁর প্রতিবাদপত্রে আদালতের এ আদেশের কথা অস্বীকার করেননি। কিন্তু তিনি দাবি করেছেন, আদালতের আদেশ নাকি ভিসির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটা আদালতের আদেশ লঙ্ঘনেরই সামিল বলে শীর্ষকাগজ সম্পাদক মনে করেন।

তৃতীয় অংশের বিষয়ে প্রতিপক্ষের বক্তব্য হলো, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত অডিট বিভাগের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে। বিএসএমএমইউ'র পক্ষ থেকে প্রশান্ত কুমার মজুমদারের পাঠানো প্রথম প্রতিবাদপত্রে শীর্ষকাগজের প্রতিবেদকের কাছে শুধু জানতে চাওয়া হয়েছে- প্রতিপক্ষের নিকট অডিট রিপোর্টের কপি আছে কিনা। পরের প্রতিবাদপত্রে তিনি নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, অডিট বিভাগ এসব অনিয়মের বিষয়ে অডিট আপত্তি দিয়েছে। তবে তিনি দাবি করেছেন, এই অডিট আপত্তিগুলোর জবাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিপক্ষের কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখা যাচ্ছে অডিট আপত্তির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত না হওয়ায় অডিট বিভাগ তা গ্রহণ করেনি। অডিট বিভাগের এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই শীর্ষকাগজে প্রতিবেদন ছেপেছে। কাজেই শীর্ষকাগজের প্রতিবেদনটি পুরোপুরি সঠিক।

শীর্ষকাগজে বিএসএমএমইউ'র অনিয়ম সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি ছাপা হয় ১০/০৪/২০১৭ তারিখে। এই প্রতিবেদনটি পুরোপুরিই সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত অডিট বিভাগের রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের ব্যাপারে প্রশান্ত কুমার মজুমদারের স্বাক্ষরিত ২৩/০৪/২০১৭ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যে প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এসব অনিয়মের বিষয়ে অডিট বিভাগ যে রিপোর্ট পেশ করেছে সেটির সত্যতা প্রতিবাদপত্রেই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তবে প্রতিবাদপত্রে এই মর্মে দাবি করা হয়েছে যে, অডিট আপত্তির জবাব দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। কিন্তু শীর্ষকাগজের কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যেসব জবাব দেয়া হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হওয়ায় অডিট বিভাগ সেটি গ্রহণ করেনি। ফলে অডিট বিভাগ এসব অনিয়মের বিষয়ে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে। শীর্ষকাগজ সেই চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রতিবেদন ছেপেছে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় দেশের স্বাস্থ্যশিক্ষা খাতের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। সরকারের কাছ থেকে নেয়া বড় অংকের অনুদান অর্থাৎ দেশের জনগণের ট্যাক্সের অর্থে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়। জনগণের অর্থে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে কিছু ব্যক্তি স্বায়ত্বশাসিত শব্দের অন্তরালে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখছেন এবং সেভাবেই স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি-লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের আদেশকে ও তোয়াক্কা করছেন না তারা। কিন্তু স্বায়ত্বশাসিত শব্দের অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা বা দুর্নীতির লাইসেন্স নয়। যে কোন সাংবাদিক এবং সংবাদ মাধ্যমেরই পবিত্র দায়িত্ব হলো এসব স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরা। সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ এক্ষেত্রে সেই দায়িত্বই পালন করেছে।
অতএব, অত্র মামলায় শীর্ষকাগজ সম্পর্কে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিএসএমএমইউ'র অনিয়ম-দুর্নীতি ধামাচাপা দেয়ার অপপ্রয়াসমাত্র। তাই উক্ত মামলাটি খারিজ করে মামলার অভিযোগ হতে বিবাদী একরামুল হক, সম্পাদক, সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজকে শর্তহীনভাবে সম্পূর্ণ খালাস দেয়ার জন্য বিনীত আবেদন করেছে।

ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরঃ
ফরিয়াদী প্রতিউত্তর দাখিল করে বিনীত নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ অযথা অকারণে কোন প্রকার দালিলিক প্রমাণ ব্যতিরেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অহেতুক অকারণে সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ

পত্রিকায় তথ্য বিহীন/আপত্তিজনক, অসত্য ও কাল্পনিক, ভূয়া ও বানোয়াট সংবাদ অসৎ উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার পরে ফরিয়াদী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে সূত্রে বর্ণিত মামলা দায়ের করেন। প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রদান থেকে বিরত থেকে কৌশলে অহেতুক ও মনগড়া ভাবে জবাব প্রদান করে ফরিয়াদীকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত থেকে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টা করেছে যা বিধিসম্মতভাবে জবাব হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

ফরিয়াদীর মামলার জবাবের পরিবর্তে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন
প্রতিপক্ষের জবাবের ১নং দফায় বক্তব্য যথা "অভিযোগকারী/ফরিয়াদী অত্র মামলায় সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ সম্পর্কে যেসব অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। প্রকৃত অর্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সময়ের অনিয়ম-দুর্নীতি ধামাচাপা দেয়ার জন্যই শীর্ষকাগজের বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিল আদালতে এরূপ মিথ্যা ও তঞ্চকতাপূর্ণ অভিযোগ দাখিল করেছেন অভিযোগকারী" যাহা ফরিয়াদী কর্তৃক অস্বীকৃত। প্রতিপক্ষ অসত্য বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করে রীতিমত মিথ্যাচার করেছেন।
প্রতিপক্ষের জবাবের ২নংদফায় বর্ণনা অত্র মামলার জবাবের বিষয়বস্তু হতে পারে না। ফরিয়াদী প্রতিপক্ষের পত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। এছাড়া ফরিয়াদী সাপ্তাহিক ২০০০ ও বাংলার বাণী পত্রিকার বিভিন্ন লেখালেখির সাথে জড়িত ছিলেন। ফরিয়াদী অত্র প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর পূর্বে দুর্নীতি সংক্রান্ত অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট প্রকাশের জন্য বিগত ২০০৫ সালে PIB থেকে "সোহেল সামাদ" স্মৃতি পুরষ্কার প্রাপ্ত হন। ফরিয়াদী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মামলা দায়ের করে দায়িত্বশীল কর্মকর্তার পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রতিপক্ষকে ন্যায়নীতির প্রশ্নে কোন প্রকার ছাড় দেন নাই। প্রতিপক্ষ জবাবের ৩নং দফায় বক্তব্য ২নং দফায় বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় লিপিবদ্ধ করায় প্রতিপক্ষের জবাবের ৪নং দফায় বক্তব্য কল্পনা প্রসূত।
প্রতিপক্ষের জবাবের ৪নং দফায় বক্তব্য যথা "সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ" প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই বরাবর সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে প্রকাশিত আলোচ্য এই প্রতিবেদনগুলোও সঠিক তথ্যের ভিত্তিতেই প্রকাশিত হয়েছে" যা ফরিয়াদী কর্তৃক অস্বীকৃত এবং প্রতিপক্ষ সত্য বিবর্জিত সংবাদ প্রকাশ করেছেন।

প্রতিপক্ষ ফরিয়াদী মামলা করায় তাকে বিপাকে ফেলার জন্য মনগড়া লিপিবদ্ধ করেছেন। ফরিয়াদী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসাবে জবাবের অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেননি বা প্রতিপক্ষকে কোন প্রকার সহায়তা করেননি বা প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা প্রদান করেননি। প্রতিপক্ষ মনগড়া অসত্য বক্তব্য ৫নং দফায় লিপিবদ্ধ করেছেন।
প্রতিপক্ষের জবাবের ৬নং দফায় স্বীকার করেছেন তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যথা বিএনপি আমলে, ওয়ান ইলেভেন এর সময় ও সাবেক ভিসি প্রাণ গোপাল দত্তের সময়েও তিনি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন "অন্য কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে আমি নিজে এই কাজে নেমে পড়ি" প্রতিপক্ষ কি কাজে নেমে পড়েন তা অস্পষ্ট। অত্র দফায় ভিসি ও প্রো-ভিসির মধ্যে প্রতিপক্ষ হাতাহাতির বিষয় উল্লেখ করেছেন অথচ কোন বিষয়ই কোন দালিলিক প্রমাণ জবাবের সাথে দাখিল করেননি বা কোন জিডির কপি জবাবের সাথে সংযুক্ত করেননি যাতে স্পষ্ট হয় প্রতিপক্ষ মিথ্যাচার করেছেন। প্রতিপক্ষের জবাবের ৭নং দফার বক্তব্য ফরিয়াদী কর্তৃক অস্বীকৃত। প্রতিপক্ষ তাঁর মামলার দায় হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কতক উদ্ভট বানোয়াট অসত্য কল্পকাহিনী জবাবের ৭নং দফায় লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রতিপক্ষ ৮,৯,১০,১১ এবং ১২ দফায় বক্তব্য বানোয়াট কল্পকাহিনী মাত্র। প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর মূল মামলার দফা সমূহের জবাব এড়িয়ে বানোয়াট মিথ্যা অসত্য কল্পকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন প্রতিপক্ষের সাথে ফরিয়াদীর উক্ত দফা সমূহে বর্ণিত বিষয়ে কোন আলোচনা হয়নি। প্রতিপক্ষের সাথে ফরিয়াদীর প্রাতিষ্ঠানিক কোন সখ্যতা/শত্রুতা কিছুই বিদ্যমান নেই। ফরিয়াদী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ২টি প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেছেন। ফরিয়াদী উক্ত প্রতিবাদ লিপি পাঠানোর পরে যদি জবাবের বক্তব্য সমূহ সঠিক হতো তাহলে উহা প্রতিবাদ লিপি ছাপানোর পাশাপাশি প্রতিপক্ষ মন্তব্য প্রতিবেদনে ফরিয়াদী সম্পর্কে বলতে পারতেন। প্রকৃত পক্ষে জবাবে ফরিয়াদী সম্পর্কে যে সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন উহা মিথ্যা এবং প্রকাশিত সংবাদসমূহ অসত্য ও বানোয়াট।

প্রতিপক্ষের জবাবের ১৩নং দফায় বক্তব্য প্রতিবেদনে প্রকাশিত প্রথম ফরিয়াদী কর্তৃক অস্বীকৃত। প্রতিপক্ষ উক্তরূপ মিথ্যা সংবাদ সহ আরও আপত্তিকর অনেক সংবাদ বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশ করেছেন যার সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমাণ প্রতিপক্ষ জবাবের সাথে দাখিল করেননি বা প্রতিপক্ষের মামলায় অভিযোগের প্রেক্ষিতে যে সকল বিষয় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে উহা দফাওয়ারী জবাব প্রদান করেননি এবং এমনকি আইনানুগ বিষয়সমূহ অভিযোগের সমর্থনে আনয়ন করা হয়েছে উহার দফাওয়ারী জবাব প্রদান করেননি। প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত মনগড়া ও মিথ্যা সংবাদের সমর্থনে জবাব প্রদান করেনি। অত্র দফাসমূহে ফরিয়াদী সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করেছেন উহা মিথ্যা ও বানোয়াট, ফরিয়াদীর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেও প্রতিপক্ষ সাংবাদিকতার রীতিনীতি ভঙ্গ করেছেন।

প্রতিপক্ষের জবাবের ১৪ ও ১৫নং দফায় ফরিয়াদীর বক্তব্য প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপি প্রাপ্তির বিষয়টি প্রতিপক্ষ নিশ্চিত করেছেন অথচ উক্ত প্রতিবাদ লিপি প্রতিপক্ষ প্রকাশ করেননি। উপরোক্ত অসত্য, কাল্পনিক বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন যা প্রমাণের জন্য কোন দলিল প্রতিপক্ষের হাতে নেই। জবাবের ১৬নং দফায় বক্তব্য অনুযায়ী প্রতিপক্ষ মামলার দায় হতে অব্যাহতি পাওয়ার কোন অবকাশ নাই। উপরোক্ত অবস্থায় ফরিয়াদী সর্বোচ্চ বিচার পাওয়ার হকদার।

ফরিয়াদীর আর্জির সঙ্গে অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন দাখির করেছেন, যার কপি প্রতিপক্ষ প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রতিপক্ষ অনুসন্ধান প্রতিবেদন পাঠ করে, পড়ে, দেখে মামলার জবাব প্রস্তুত করেছেন কিন্তু প্রতিপক্ষ তার জবাবের কোন অংশে বলেননি অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন অসত্য বা প্রভাবিত। বিশ্ববিদ্যালয় ও উপচার্যের বিরুদ্ধে মানহানিকর কার্যক্রম যথাযথ কর্তৃপক্ষকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করা হলো।
ফরিয়াদী সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ মতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অসত্য, মানহানিকর, মিথ্যা, ভূয়া ও বানোয়াট কাল্পনিক সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে অত্র মামলা দায়ের করেছেন এবং এ কথা বলার অবকাশ নাই যে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে প্রতিপক্ষ অভিযুক্ত সংবাদ প্রতিবেদন সমূহ প্রকাশ করে একজন দায়িত্বশীল সম্পাদক হিসাবে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিপক্ষ সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন ১৯/০৩/২০১৭ তারিখ সম্পর্কে কোন বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেননি বা উক্তরূপ প্রতিবেদনের ব্যাপারে কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে প্রকাশিত সংবাদ সমূহ আসার পর সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট পেশ করার পর পূর্বের অসত্য ঘটনার জের টেনে ধারাবাহিকভাবে অসত্য কাল্পনিক সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ পূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মহোদয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে এবং একটি চলমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে।

প্রতিপক্ষ কমিটির তদন্ত বিষয় এড়িয়ে গিয়ে জবাব দিয়েছেন। কিন্তু কোন দলিল বা কোন প্রকার তথ্য উপাত্ত ছাড়া উক্তরূপ সংবাদ প্রকাশ করে দায়িত্বের অবহেলাসহ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সংবাদ বার বার প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সময়ে সময়ে সাংবাদিক, সংবাদপত্র ও নিউজ এজেন্সী এর জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করলেও প্রতিপক্ষ উহার কোন প্রকার তোয়াক্কা না করে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে একটি চলমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছেন।

প্রতিপক্ষ নার্স নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়ে যে সকল বানোয়াট মিথ্যা, কাল্পনিক, মনগড়া ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ প্রকাশ করেছেন। প্রতিপক্ষের জবাবে কোন মন্তব্য প্রদান করেননি অর্থাৎ দুর্নীতি সংক্রান্ত অহেতুক সংবাদ প্রকাশের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় ফরিয়াদী মূল অভিযোগ এড়িয়ে গিয়ে মনগড়া জবাব প্রদান করেছেন সুতরাং প্রতিপক্ষ এই অসত্য সংবাদ প্রকাশের দায় হতে রেহাই পাবার কোন সুযোগ নাই। তাছাড়া দূর্নীতি সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে যে সর্তকতা অবলম্বন করার কথা তাহা তিনি মোটেই অনুসরণ করেননি।

প্রতিপক্ষ নার্স নিয়োগের দুর্নীতি সংক্রান্ত মিথ্যা সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন কোন প্রকার দলিল ব্যতিরেকে যাতে প্রতিপক্ষ আচরণবিধি কোনভাবেই অনুসরণ করেননি।
প্রতিপক্ষ একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দেশের একটি খ্যাতিমান চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মিথ্যা, অসত্য, কুরুচিপূর্ণ, কাল্পনিক, বানোয়াট এবং হানিকর সংবাদ/ প্রতিবেদন প্রকাশ করে জনসম্মুখে উক্ত খ্যাতিমান চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।
প্রতিপক্ষ নার্স নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে মর্মে মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ ছাপিয়ে কোন প্রমাণ ও অনুসন্ধান ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা বিশেষ করে ভিসি জনাব ডাঃ কামরুল হাসান খান মহোদয়কে জনসম্মুখে উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ভাবে সম্মানহানি করেছেন।
পরিশেষে, প্রতিপক্ষের জবাব গ্রহণ না করে ফরিয়াদীর প্রার্থনা মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেন।

ফরিয়াদীর আইনজীবীর যুক্তিতর্কঃ
ফরিয়াদীর আইনজীবী আর্জি, প্রতিউত্তর এবং প্রতিপক্ষের জবাব উপস্থাপন করেন এবং নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ০৩/০৪/২০১৭ এবং ১০/০৪/২০১৭ তারিখে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে প্রতিবেদনগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর হলে ০৯/০৪/২০১৭ এবং ২৩/০৪/২০১৭ তারিখে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করে। কিন্তু প্রতিপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিবাদপত্রগুলি প্রচার করেনি। তিনি ০৩/০৪/২০১৭ এবং ১০/০৪/২০১৭ তারিখে প্রচারিত প্রতিবেদনগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে প্রতিবেদনগুলি আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক এবং বানোয়াট এবং উক্ত আপত্তিজনক প্রতিবেদন প্রচার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, The Daily Star

পত্রিকায় কয়েকটি প্রতিবেদন প্রচারের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ডাঃ রুস্তম আলী ফরাজী এমপি এর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং উক্ত কমিটি ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে তাদের রিপোর্ট দাখিল করে এবং ২০০ জন নার্স নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে মর্মে মতামত প্রকাশ করেন।
তিনি ১০/০৪/২০১৭ তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং এর প্রতিবাদ পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে প্রতিবাদলিপি প্রচার করে নাই। প্রতিবাদলিপিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সরকারের নিয়মনীতি পালন করে ঔষধসামগ্রী ইডিসিএল হতে গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর বিপরীতে বিল প্রদান করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে কোনরোগীর থেকে অর্থ লেনদেন করার কোন সুযোগ নেই। তিনি আরও বলেন যে, ১০/০৪/২০১৭ তারিখের প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে প্রতিবেদক সরেজমিনে সংশ্লিষ্ট বিভাগ পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা না বলে এই বিভ্রান্তিমূলক প্রতিবেদন ছেপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিবেদনে উল্লেখিত বিষয়ে অডিট আপত্তির যথাযথ জবাব দেওয়া হয়েছে এবং কোন কোন খাতে ব্যয় করা হয়েছে তা পরিস্কার করে বলা হয়েছে।
তিনি আরও নিবেদন করেন যে, প্রকাশিত রিপোর্টে দুটি কোম্পানীর নাম উল্লেখ করে টেন্ডার ছাড়াই কাজ দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা অসত্য। প্রকৃত পক্ষে টেন্ডার প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।

প্রতিপক্ষের আইনজীবী অনুপস্থিত। তবে একরামুল হক, সম্পাদক, সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকার শুনানীর তারিখ পিছানোর জন্য একটি দরখাস্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রেরণ করেন। কিন্তু লক্ষ্যনীয় যে, আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিপক্ষ মামলা পরিচালনা করছেন। নিয়ম অনুসারে আইনজীবীই সময়ের দরখাস্ত করার কথা কিন্তু তা না করে প্রতিপক্ষ নিজে শুনানী মুলতবী করার দরখাস্ত প্রেরণ করেছেন। তা কিন্তু আইনসিদ্ধ নয় কেননা এখানে দ্বৈতনীতি অবলম্বন এর সুযোগ নেই। তারপর ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রতিপক্ষকে ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরের অনুলিপি প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে লিখিত যুক্তিতর্ক দাখিলের সুযোগ দেয়া হয়েছে যা প্রতিপক্ষ তাঁর ২৫/০৪/২০১৮ তারিখের "ফরিয়াদীর শুনানী এবং প্রতিউত্তর সম্পর্কে প্রতিপক্ষের জবাব" এ স্বীকার করেছেন। প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদীর শুনানী এবং প্রতিউত্তর সম্পর্কে প্রতিপক্ষের জবাব পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন প্রতিবেদনগুলি সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।
তিনি তার জবাবে উল্লেখ করেছেন-
"শীর্ষকাগজে ০৩/০৪/২০১৭ ইং তারিখে প্রকাশিত প্রথম প্রতিবেদনে অংশ তিনটি -(ক) নার্স নিয়োগে অনিয়ম (খ) আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করে এডহক ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ (গ) অবৈধভাবে পদ স্থায়ীকরণ (এজি অফিসের অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী)। অর্থাৎ ১০/০৪/২০১৭ তারিখে শীর্ষকাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি পুরোটাই এজি অফিসের অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এই তিনটি বিষয় সত্য কিনা তা এই মামলার প্রধান বিবেচ্য বিষয় বলে প্রতিপক্ষ মনে করে। প্রতিবেদনের এই তিনটি বিষয় যে পুরোপুরি সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে তা প্রতিপক্ষ ইতিপূর্বে ১৬ আগস্ট,. ২০১৭ এর জবাবে বিস্তারিতভাবেই তুলে ধরেছে"।
প্রতিপক্ষের তাঁর ২৫/০৪/২০১৮ তারিখের জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে ১০/০৪/২০১৭ তারিখের প্রকাশিত প্রতিবেদনটি তৈরী কম হয়েছে। ফরিয়াদী ২০/০৪/২০১৭ তারিখে প্রেরিত প্রতিবাদপত্রে অডিট রিপোর্টের সত্যতা অস্বীকার করতে পারেনি।
তিনি জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, নার্স নিয়োগে অনিয়ম সংক্রান্ত ঘটনার সর্বশেষ ডেভেলাপমেন্ট ইস্যু এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভায় যেদিন তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করে আমরাই প্রথম সংবাদ মাধ্যম, যারা এ সংবাদ পাই এবং সেটি এই প্রতিবেদনে উপস্থাপন করি। অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে স্বাক্ষরের তারিখ ১৯/০৩/২০১৭ উল্লেখ করলেও বাস্তবে তারা রিপোর্টটি পেশ করেছে ০১/০৪/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায়।

তিনি জবাবে উল্লেখ করেন, ১৪/০৪/২০১৮ তারিখের প্রতিবেদন এ আরও দুটি বিষয় যথা-আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করে এডহক ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং অবৈধভাবে পদ স্থায়ীকরণ সম্পর্কে উল্লেখ ছিল কিন্তু এ দুটি বিষয়ের উপর ফরিয়াদী কোন বক্তব্য প্রদান করেনি।
তিনি বলেন, প্রতিবেদনগুলি তৈরি করতে প্রায় সকল তথ্যই ফরিয়াদীর নিকট থেকে এবং অন্যান্য সোর্স থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

তিনি তাঁর জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ বিচার কমিটির কাছে এ মামলা সংক্রান্ত সব বিষয়ই পরিষ্কার করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় দেশের স্বাস্থ্যশিক্ষা খাতের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। সরকারের কাছ থেকে নেয়া বড় অংকের অনুদান এবং দেশের জনগণের ট্যাক্সের অর্থে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। জনগণের অর্থে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে কিছু ব্যক্তি স্বায়ত্বশাসিত শব্দের অন্তরালে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখছেন এবং সেভাবেই স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি লুটপাট চালিয়ে

যাচ্ছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিধি বিধান এমনকি সর্বোচ্চ আদালতের আদেশের ও তোয়াক্কা করছেন না তারা। কিন্তু স্বায়ত্বশাসিত শব্দের অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা বা দুর্নীতির লাইসেন্স নয়। যেকোন সাংবাদিক এবং সংবাদ মাধ্যমেরই পবিত্র দায়িত্ব হলো, এসব স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরা। সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ এক্ষেত্রে সেই দায়িত্ব পালন করেছে"।

তিনি তাঁর জবাবে আরও উল্লেখ করেছেন যে, অত্র মামলায় শীর্ষকাগজ সম্পর্কে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিএসএমএমইউর অনিয়ম দুর্নীতি ধামাচাপা দেয়ার অপপ্রয়াসমাত্র। সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদন দুটি যে সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ এবং তথ্যের ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছে তা প্রতিপক্ষের এই জবাবের মধ্য দিয়েই প্রমাণ করা হয়েছে। ফরিয়াদী প্রশান্ত কুমার মজুমদার সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে বিচার কমিটির কাছে প্রতিপক্ষ এবং শীর্ষকাগজকে তিরষ্কারের দাবি করেছেন। প্রতিপক্ষ মনে করে, তিরষ্কার নয়, শীর্ষকাগজ এবং প্রতিপক্ষ এমন সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রকাশের জন্য পুরষ্কার পাওয়ার যোগ্য।

তিনি ফরিয়াদীর অভিযোগ না মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ফরিয়াদীর বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক বিবেচনা করা হলো। ফরিয়াদীর আর্জি; প্রতিউত্তর; প্রতিপক্ষের মূল জবাব;২৫/০৪/২০১৮ তারিখে দাখিলকৃত "ফরিয়াদীর শুনানী এবং প্রতিউত্তর সম্পর্কে প্রতিপক্ষের জবাব;" ০৩/০৪/২০১৭ এবং ১০/০৪/২০১৭ তারিখে প্রচারিত প্রতিবেদন এবং প্রতিবাদলিপিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হলো।

০৩/০৪/২০১৭ তারিখে **"বিএসএমএমইউ তে লাগামহীন দুর্নীতি সেচ্ছাচারিতা"** শিরোনামে এবং ১০/০৪/২০১৭ তারিখে **"বিএসএমএমইউ ঔষধ, এসএমআর ক্রয়সহ বিভিন্নখাতে লুটপাট"** শিরোনামে দুটি প্রতিবেদন প্রচার করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের জনসংযোগ কর্মকর্তার মাধ্যমে ০৯/০৪/২০১৭ এবং ১৯/০৪/২০১৭ তারিখে প্রতিবাদলিপি প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন।

আলোচনার স্বার্থে উপরোল্লিখিত প্রতিবাদলিপিগুলো হুবহু উদ্ধৃত করা হলো।

তারিখঃ ০৯/০৪/২০১৭
প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে প্রতিবাদ

"গত ০৩/০৪/২০১৬ তারিখে সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকায় ১০ ও ১১ নং পৃষ্ঠায় "বিএসএমএমইউ-তে লাগামহীন দুর্নীতি-সেচ্ছাচারিতা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত ঔই রিপোর্টটি বিভ্রান্তিমূলক, হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত, অসত্য, বানোয়াট, মনগড়া ও কল্পনাপ্রসূত বিধায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

প্রকৃত সত্য এই যে, গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরুরি সিন্ডিকেট সভায় গত জানুয়ারি মাসে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের বিষয়ে কোন ধরনের নিয়মের ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করার জন্য ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী, মাননীয় এমপি ও সিন্ডিকেট সদস্যকে সভাপতি করে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি প্রদত্ত রিপোর্টে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে," সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায় নি"। তারপরও 'নার্স নিয়োগ কেলেংকারি' উপ শিরোনামে এ ধরনের অসত্য সংবাদ পরিবেশন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও মর্যাদা হানি করার শামিল। প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'অবৈধভাবে ২৩৩ পদ স্থায়ীকরণে ১১ কোটি ৬৫ লাখ টাকার ঘুষ বানিজ্য বা নিয়োগ বানিজ্য হয়েছে'। এ ধরনের প্রতিবেদন যে, অসত্য, মনগড়া ও কল্পনাপ্রসূত তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সবিনয় জানতে চাই, আপনার কাছে এর কোন প্রমাণ আছে কি? আর তা যদি না থাকে, এ ধরণের মিথ্যা তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশ হলুদ সাংবাদিকতা বলেই প্রতিয়মান হয় এবং যা আপনি বা আপনার প্রতিবেদক করেছেন।

রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, আদালতের আদেশ লঙ্ঘণ করে এডহক ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব আইন, বিধি ও প্রবিধি রয়েছে। অতীতের ধারাবাহিকতায় নিয়োগের ক্ষেত্রেও সেটাই অনুসরণ করা হচ্ছে এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদন নিয়েই তা করা হচ্ছে। তাই প্রতিষ্ঠিত ও যুক্তিযুক্ত বিষয় নিয়ে অবান্তর তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা কাম্য নয়।

আমরা মনে করি, সংবাদপত্র সমাজের দর্পন এবং সাংবাদিকরা জাতির বিবেক। তাই দেশের একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও ভাবমূর্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপনার পত্রিকার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছে"।

তারিখঃ ২৩/০৪/২০১৭
প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে প্রতিবাদ

"গত ১০/০৪/২০১৭ তারিখে সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকার ১২ ও ১৩ নং পৃষ্ঠায় "বিএসএমএমইউ ঔষধ, এমএসআর ক্রয়সহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক লুটপাট" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত ওই রিপোর্টটি বিভ্রান্তিমূলক ও অসত্য বিধায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।
প্রকৃত সত্য এই যে, এমএসআর খাতের ঔষধপত্র কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালক (হাসপাতাল) অফিস কর্তৃক সরকারি প্রতিষ্ঠান ইডিসিএলকে বিল প্রদান করা হয়।
এানেসথেশিয়া, এনালজেশিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের আইসিইউ বেড ভাড়া নিয়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো একটি অডিট আপত্তির উপর ভিত্তি করে যে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে সেই অডিট আপত্তির যথাযথ জবাব দেয়া হয়েছে ও বিষয়টি সমাধান হয়েছে। এখানে ব্যক্তিগতভাবে রোগীর লোকদের সাথে নগদ অর্থ লেনদেনের সুযোগ নাই। মানিরিসিট কেটে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন সম্পাদন করা হয়। রোগীর ফেরৎকৃত টাকাও চেকের মাধ্যমে ফেরত দেয়া হয় বিধায় এখানে অর্থ আত্মসাতের কোন সুযোগই নাই। আইসিইউতে ভর্তিকৃত কোন রোগী ভাড়া প্রদানে অসমর্থ হলে অঙ্গীকারনামা রেখে ছাড়পত্র দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে কিছু সংখ্যক রোগীর স্বজনরা কিছু বকেয়া পরিশোধ করেন। প্রকাশিত প্রতিবেদনে নাঈম নামে যে রোগীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে রোগীটি অত্যন্ত গরিব এবং সাহায্যের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল। আইসিইউ ও এইচডিইউতে বর্তমানে এমন রোগীও রয়েছেন, যাঁরা বেড ভাড়ার টাকা দিতে পারছেন না, স্বজনরা রোগী নিতেও আসেন না, ঔষধপত্রও কিনে দেন না এ অবস্থায় যেহেতু টাকা পয়সার জন্য চিকিৎসা সেবা বন্ধ রাখা যায় না, সেহেতু মানবিক কারণে কর্তৃপক্ষ তাঁদের চিকিৎসা ব্যয় বহন করে থাকে। কারণ চিকিৎসাসেবা কোন বাণিজ্যিক বিষয় নয় এটা জনগণের মৌলিক অধিকার ও সম্পূর্ণ মানবিক বিষয়। আইসিইউ বেড ভাড়া নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশের আগে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের উচিৎ ছিলো সরেজমিনে সংশ্লিষ্ট বিভাগ পরিদর্শন, রোগী ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা বলা।
প্রকাশিত রিপোর্টে দুটি কোম্পানী (মেসার্স ইসমাইল ড্রাগস ও মেসার্স ভিশনটেক) নাম উল্লেখ করে টেন্ডার ছাড়াই কাজ দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা অসত্য। টেন্ডার প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বিভাগীয় ক্রয় কমিটির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়ায় যাতে কোন প্রকার অনৈতিকতার সুযোগ না থেকে সে জন্য সম্মানিত শিক্ষক, রেজিস্ট্রার, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) ও অতিরিক্ত পরিচালক (অডিট) এর সমন্বয়ে শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেইনীগণের সময়মত নেয়া আনা এবং ট্রেনিং সেশনে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এর সাহায্য আবশ্যক। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রোগ্রাম অর্গানাইজিং ফি বাবদ ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত অডিট আপত্তির যথাযথ জবাব ইতিমধ্যে দেয়া হয়েছে। এই টাকা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ট্রেইনীগণের টিএ/ডিএ, বিদেশে অবস্থানের জন্য হোটেল ভাড়া ইত্যাদি বাবদ খরচের বাইরের ব্যয়। এই ব্যয় প্রকল্পের প্রশিক্ষণ খাত হতে পরিশোধ করা হয়েছে। যা ট্রেনিং প্রোগ্রাম এ অংশগ্রহণকারীদের ব্যয়ের অংশ নয়।
আমি মনে করে, সংবাদপত্র সমাজের দর্পন এবং সাংবাদিকরা জাতির বিবেক। তাই দেশের একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও ভাবমূর্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপনার পত্রিকার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছে"।

০৩/০৪/২০১৭ তারিখে প্রচারিত প্রতিবেদনটির দুটি অংশ (ক) নার্স নিয়োগে অনিয়ম (খ) আদালতের আদেশ লংঘণ করে এডহক ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ। এ দুটি প্রশ্নের প্রেক্ষিতে ফরিয়াদীর উত্তর হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেট এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত কমিটি ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে তাঁদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এবং মতামত দেন যে অনুসন্ধান কমিটি নার্স নিয়োগ বা অন্যান্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম বা টাঙ্গাইল জেলার নার্স নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সুবিধা দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রতিপক্ষ তার ২৫/০৪/২০১৮ তারিখের জবাবে উল্লেখ করেছেন যে তদন্ত কমিটির ১৯/০৩/২০১৭ তারিখের রিপোর্ট পেয়েছেন ০১/০৪/২০১৭ তারিখে। কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদনটি পাওয়ার পর ০৩/০৪/২০১৭ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে দোষারোপ করে প্রতিবেদন প্রচার করা সমীচীন হয়নি। তিনি তাঁর জবাবে উল্লেখ করেছেন শীর্ষকাগজের প্রতিবেদনটি ওই সিন্ডিকেট সভায় আপডেট তথ্যের ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছিল। "শীর্ষকাগজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিএসএমএমইউর ভিসি প্রো-ভিসির মধ্যে যে হাতাহাতি হয়েছিল, অবশেষে অনেক পরে গত ১ এপ্রিল শনিবার সেই ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে তদন্ত কমিটি। তবে এই তদন্ত কমিটির রিপোর্টকে 'একপেশে' 'পক্ষপাতমূলক' এবং 'টেবিলে বসে বানানো' বলে আখ্যায়িত করেছেন প্রো-ভিসি অধ্যাপক এ এস এম জাকারিয়া স্বপনের সমর্থকরা। সাত সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটিকে তদন্ত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছিল, কমিটি দুই মাস লাগিয়েছিল এই রিপোর্ট জমা দিতে। তবে আসল যে নিয়োগ দুর্নীতি ঘটনা নিয়ে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত সেই ব্যাপারে কমিটি যথাযথ তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছি বলে অভিযোগ উঠেছে"। প্রতিবেদক প্রো-ভিসি অধ্যাপক এএসএম জাকারিয়ার সমর্থকদের

ব্যাপারে প্রতিবেদনে কোন উল্লেখ নেই। প্রো-ভিসি জাকারিয়ার কাছ থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত গ্রহণ করেছে মর্মে প্রতিয়মান হচ্ছে না। এই প্রতিবেদনটি এবং জবাবগুলি বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে ফরিয়াদী প্রশান্ত কুমার মজুমদারই হলেন খবরের মূল/একমাত্র সোর্স বা উৎস।

১৯/০৩/২০১৭ তারিখের তদন্ত রিপোর্টটি পর্যালোচনা করা হলো এবং নার্স নিয়োগের ব্যাপারে তাঁদের মতামত হুবহু উদ্ধৃত করা হলো।

> *২।"সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগে ক্ষেত্রে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ৫৯ তম সভায় ৪০০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তীব্র নার্স সংকট সৃষ্টি হয়েছিল সেহেতু হাসপাতালে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখার স্বার্থে প্রশাসন কর্তৃক ২০০ জন নার্স নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার নার্স নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সুবিধা দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি"।*

ইহা একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট তদন্ত কমিটি করার এখতিয়ার আছে এবং তাঁদের রিপোর্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হলে অনুসন্ধান কমিটির সভাপতি বা সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মতামত নিতে হবে; অন্যথায় তাদের রিপোর্ট এর গুণাগুণ/ দোষত্রুটি সম্পর্কে কোন আলোচনা করা সাংবাদিকতার রীতিনীতিতে পড়ে না। অনুসন্ধান কমিটির সদস্যরা হলেন যথাঃ ১। ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন ও সদস্য, ২। অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রাক্তন উপাচার্য ও প্রাক্তন অধ্যাপক, ভাইরোলজি বিভাগ, বিএসএমএমইউ ও সদস্য, ৩। মোঃ মাহবুব আলী, সংসদ সদস্য, ৪। সরদার আবুল কালাম, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ৫। মনজুরুল আহসান বুলবুল, সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট, ৬। অধ্যাপক মোঃ সানোয়ার হোসেন, সভাপতি, বিসিপিএস, ৭। ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফারজী, সংসদ সদস্য এবং সভাপতি, অনুসন্ধান কমিটি। উনাদের মধ্যে দুজন হলো সংসদ সদস্য এবং উচ্চ পর্যায়ের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং এর অন্যতম সদস্য হলো জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল, সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট। তাঁদের অনুসন্ধান রিপোর্টটিকে খাট করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

মূল জবাবের ১ দফা পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ ভিসি মহোদয়ের মতামত নেয়ার জন্য তাঁর পিএস'র সাথে যোগাযোগ করেন। তখন ভিসি দফতরে ছিলেন না। তবে প্রশান্ত কুমার মজুমদার সঙ্গে সাক্ষাত হয় এবং তিনি ওইদিনও দীর্ঘক্ষন ভিসির অনিয়ম দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু জবাবে কোন তারিখ উল্লেখ করেননি। অন্যদিকে ফরিয়াদী তাঁর প্রতিউত্তরে এর প্রথম দফায় উল্লেখ করেছেন।

> *"১। প্রতিপক্ষ অযথা অকারণে কোন প্রকার দালিলিক প্রমাণ ব্যতিরেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অহেতুক অকারণে সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকায় তথ্য বিহীন/আপত্তিজনক, অসত্য ও কাল্পনিক ভূয়া, বানোয়াট সংবাদ অসৎ উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার পরে ফরিয়াদী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়া সূত্রে বর্ণিত মামলা দায়ের করিবার পর কর্তৃপক্ষ ফরিয়াদীর মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রদান থেকে বিরত থাকিয়া কৌশলে অহেতুক ও মনগড়া ভাবে জবাব প্রদান করিয়া অত্র মামলায় ফরিয়াদীকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকিয়া প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছে যাহা বিধিসম্মতভাবে জবাব হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়"।*

ফরিয়াদী প্রতিউত্তর এর ৫(ঘ) তে প্রতিপক্ষকে প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা প্রদর্শন করেন নাই মর্মে উল্লেখ করেছেন।

> *"৫(ঘ) প্রতিপক্ষের জবাবের ৪নং দফার বক্তব্য কল্পনাপ্রসূত প্রতিপক্ষ অত্র দফায় ফরিয়াদী মামলা করায় তাহাকে বিপাকে ফেলার জন্য উক্তরুপ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ফরিয়াদী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে জবাবের অনুরুপ বক্তব্য প্রদান করেন নাই বা প্রতিপক্ষকে কোন প্রকার সহায়তা করেন নাই বা প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা প্রদান করেন নাই। প্রতিপক্ষ মনগড়া অসত্য বক্তব্য ৫নং দফায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে কারণে প্রতিপক্ষ তিরস্কর পাওয়া যোগ্য"*

উভয় পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বক্তব্যগুলো

১০/০৪/২০১৭ তারিখের প্রতিবেদনটি অডিট সংক্রান্ত বিষয়ে করা হয়েছে মর্মে তিনি তাঁর ২৫/০৪/২০১৮ তারিখের জবাবের প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। ১০/০৪/২০১৭ তারিখের শীর্ষ কাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি পুরোটাই এজি অফিসের অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ফরিয়াদীর দাবী হলো যে ফরিয়াদীর অফিস অডিট আপত্তির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জবাব দিয়েছে কিন্তু প্রতিপক্ষ জবাব সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়ে এক পেশে তথ্য উপাত্ত দিয়ে এবং সত্যাসত্য যাচাই না করে প্রতিবেদনটি প্রচার করেছে। যার ফলে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। ফরিয়াদীর অভিযোগ হলো ১০/০৪/২০১৭ তারিখে প্রচারিত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রেরণকৃত প্রতিবাদলিপিটি ছাপালে সমস্ত বিভ্রান্তি দুর হয়ে যেত কিন্তু প্রতিপক্ষ তা করেনি।

ফরিয়াদী ডকুমেন্ট ছাড়া প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেছে মর্মে অভিযোগ করেছে। এই প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ তাঁর ২৫/০৪/২০১৮ তারিখের জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, এসব যেহেতু একেবারেই সত্য এবং বাস্তব তাই তিনি কোনও ডকুমেন্ট দাখিল করিনি। এরপরও যদি বিচারক কমিটি এসব বিষয়ে ডকুমেন্ট চান, তিনি অবশ্যই দাখিল করবেন।

উপরোল্লিখিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এখন প্রশ্ন হলো প্রতিবেদনগুলি সত্যনিষ্ঠ বা বস্তুনিষ্ঠ কিনা এবং সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার রীতিনীতি মানা হয়েছে কিনা।

দেখা যাচ্ছে যে সংবাদ প্রতিবেদনগুলির বিরুদ্ধে ফরিয়াদী প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছেন কিন্তু প্রতিপক্ষ তা ছাপায়নি বরং ০৩/০৪/২০১৭ তারিখে প্রতিবেদন ইচ্ছামাফিকভাবে ছাপিয়েছেন যাতে উপাচার্যকে ব্যক্তিগতভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে সামগ্রিকভাবে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

প্রতিপক্ষের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপিগুলি ছাপায়নি। এ প্রসঙ্গে ২৫/০৪/২০১৮ তারিখের জবাবের ০৫ এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হলো।

> *"০৫। ফরিয়াদী প্রতিউত্তরের ২(ছ) দফায় বলেছেন, প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অথচ উক্তি প্রতিবাদলিপি প্রতিপক্ষ প্রকাশ করেননি। এ প্রসঙ্গে আমি ইতিপূর্বে আমার জবাবেই বলেছি, প্রতিবাদপত্র হাতে পাওয়ার পর আমি ফরিয়াদির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছি এবং সাক্ষাতও করেছি। তিনি বলেছেন, উপরের চাপে পড়ে আমি প্রতিবাদ পাঠিয়েছে । এটি ছাপানোর প্রয়োজন নেই। তিনি এ কথাটি না বললে আমি অবশ্যই আমার বক্তব্যসহ প্রতিবাদ ছাপাতাম। বস্তুত, ফরিয়াদী প্রশান্ত কুমার মজুমদারই ওই সময় ভিসি কামরুল হাসান খানের অনিয়ম দুর্নীতি প্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহ যোগাচ্ছিলেন"।*

বিচারিক কমিটি মনে করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে প্রশান্ত কুমার মজুমদারকে আরও দায়িত্বশীল ও সংযত হওয়া উচিত।

প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত সাংবাদিকতার অনুসরণীয় আচরণ বিধি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিপক্ষ আচরণবিধি ১১ নং ১৭ দফা লঙ্ঘন করেছেন।

> *১১। "ব্যক্তি বিশেষ, সংস্থা প্রতিষ্ঠান অথবা কোন জনগোষ্ঠী বা বিশেষ শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে তাঁদের স্বার্থ ও সুনামের ক্ষতিকর কোন কিছু যদি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তবে পক্ষপাতহীনতা ও সততার সাথে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকের উচিত ক্ষতিকর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে দ্রুত এবং সংগত সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ বা উত্তর দেয়ার সুযোগ প্রদান"।*

> *১৭।"সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত পক্ষ বা পক্ষ সমূহের প্রতিবাদ সংবাদপত্রটিতে সমগুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ছাপানো এবং সম্পাদক প্রতিবাদলিপির সম্পাদনা কালে এর চরিত্র পরিবর্তন না করা;"*

প্রতিপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের আদেশ লঙ্ঘন করার কথা তাঁর ০৩/০৪/২০১৭ তারিখের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে কোন পক্ষই সুপ্রিম কোর্টের আদেশ বিচারিক কমিটির নিকট দাখিল করেনি। তাই কোর্টের আদেশ না মানার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা সমীচীন নয়। প্রতিপক্ষ তার ২৫/০৫/২০১৮ তারিখের জবাবের ৬ষ্ঠ দফায় উল্লেখ করেছেন

> *"৬।ফরিয়াদী তার প্রতিউত্তরের ২(ঙ) নম্বর দফায় আমার জবাবের সূত্র ধরে বরেছেন, অন্য কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে প্রতিপক্ষ নিজে এই কাজে নেমে পড়ে প্রতিপক্ষ কি কাজে নেমে পড়েন তা অস্পষ্ট। প্রতিপক্ষের জবাবে বলা হয়েছিল, চলতি ২০১৭ সালের প্রথমদিকে যন্ত্রপাতি ক্রয় ও নার্স নিয়োগে অনিয়ম এবং ভিসি প্রো-ভিসি হাতাহাতি সম্পর্কে দেশের প্রায় সব সংবাদ মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর শীর্ষকাগজের পক্ষ থেকে আমরাও সিদ্ধান্ত নেই, এটি ফলোআপ করার জন্য। অন্য কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে আমি নিজে এ কাজে নেমে পড়ি"।*

এখানে লক্ষণীয় যে প্রথমে শীর্ষকাগজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে তাঁর পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রচার করেনি বরং অন্যান্য পত্রিকার প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিরোধীয় প্রতিবেদনগুলো প্রচার করেছে তাই এই প্রতিবেদনগুলিকে ফলোআপ প্রতিবেদন বলা যাবে না। কেননা অন্যান্য পত্রিকাগুলি তাদের নিজস্ব তথ্য উপাত্ত দিয়ে তাদের প্রদিবেদন ছেপেছেন।

কোন প্রতিবেদন ছাপাতে এর নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করতে হয়। এখানে একটি প্রশ্ন উঠেছে যে সম্পাদক সাংবাদিকের কাজ করতে পারেন কিনা।

সম্পাদক হলেন পত্রিকার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। সম্পাদনা করা তাঁর প্রধান দায়িত্ব। পত্রিকায় কোন সংবাদ বা প্রতিবেদন যাবে কিনা, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন তিনি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এর বত্যয় ঘটেছে। সম্পাদকের দায়িত্ব হলো সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রাপ্ত তথ্যাবলিতে সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি।

এই মামলাটির প্রসংগে জনাব গোলাম সারওয়ার সম্পাদক **"সমকাল"** এর প্রবন্ধ পিআইবি কর্তৃক হলুদ সাংবাদিকতা পুস্তকে প্রকাশিত খুবই প্রাসংগিক বিধায় উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্বৃত করা হলোঃ-

"আমাদের দেশে দুই ধারার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। একটি মূলধারার। মূলধারার সংবাদপত্রে একটি মানদন্ড বজায় রেখে, সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা বিবেচনায় নিয়ে মোটামুটিভাবে সংবাদ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। সেখানে যে কোন সংবাদ যেনতেনভাবে প্রকাশ না করে সর্বজনীন নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি আরেক ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, এর সংখ্যা অনেক বেশি। একজন পাঠক হিসেবে মনে হয়, সেখানে সংবাদের সোর্স সঠিক কিনা তা যাচাই করা হয় না, নিরপেক্ষ সূত্র থেকে সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করা হয় না; সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা মানা হয় না। কোন সংবাদ প্রচারের ফলে কারো ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হলো কিনা তা পরোয়া করা হয় না। বলতে গেলে এসব কিছুই মানা হয় না। বরং পাঠককে মুখরোচক কিছু দেওয়ার জন্যই এসব ছাপা হয়-এই দুটো ধারার সংবাদপত্র আছে। দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। কারণ এসব সংবাদপত্র সাংবাদিকতার ন্যূনতম মান বজায় রাখে না। আমি মনে করি এ ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশ হওয়া উচিৎ নয়। এটা এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার অংশ। কোন বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই যা খুশি লিখে দিলাম। যেমন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে। তবে যারা অভিযোগ করে তাদেরও স্বার্থ হাসিলের ব্যাপারে থাকে অনেক সময়। একজন প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে এই অভিযোগটাকে মিথ্যা ধরে নিয়ে এর সত্যটাকে অনুসন্ধান করা। তাহলেই আসল সত্য তথ্য বের হয়ে আসবে। খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অভিযোগ পেলেই ছেপে দেওয়া হলো, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল তার কোন বক্তব্য নেওয়া হলো না। এতে তা সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলো। এই যে ইচ্ছামতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা হলো সেটাই ইয়োলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা।

আরেকটি ক্ষতিকর বিষয় হলো, ভুলতথ্য সংবলিত একটি সংবাদ প্রকাশ হয়ে গেল, পরে নানা সূত্র থেকে খবর নিয়ে জানা গেল খবরটি ভুল বা বিকৃত বা আংশিক সত্য। যখন এই সংবাদের প্রতিবাদটি ছাপা হয় তখন দেখা যায়, পত্রিকার ভেতরের পাতার ছোট করে ছাপা হয়। যা পাঠকের খুব একটি চোখেই পড়ে না। এটি সংবাদপত্রের একটি বিশেষ খারাপ দিক। দু'-একটি পত্রিকা ছাড়া অধিকাংশই অভিযোগের খবরটি প্রথম পাতায় ছাপালেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদটি ছাপায় ছোট করে। এটা একটি মৌলিক বিষয়। যা খুবই উদ্বেগজনক। এভাবে ছাপানোর ফলে ক্ষতি যা হওয়ার তা আগেই হয়ে গেছে। অন্যদিকে অভিযুক্ত যিনি তার বক্তব্য পত্রিকার অনুল্লেখ জায়গায় ছাপালাম। আমার কাছে এই প্রবণতা খবই উদ্বেগজনক মনে হয়। গণমাধ্যমে হিসেবে যদি বলি, তাহলে টেলিভিশনের কথা বলতে হয়। কিছুদিন আগে আমাদের দেশের স্বনামধন্য ফটোসাংবাদিক জহিরুল হক দিল্লিতে এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাকে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের বেশির ভাগ টেলিভিশন স্ক্রলে ব্রেকিংনিউজ দিলো যে, বিশিষ্ট ফটো-সাংবাদিক জহিরুল হক আর বেঁচে নেই। ভুল হতে পারে। কিন্তু দেখা যায়, টেলিভিশনগুলো কার আগে কে খবর দেবে এই নিয়ে একটা অশুভ প্রতিযোগিতা চলে। একজন জীবন্ত মানুষকে মেরে ফেলার খবর প্রচার করা মারাত্মক ভুলই শুধু নয় এটা অমার্জনীয় অপরাধ। এরপরেও ভুলটা স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা চাওয়া হলো না। বাংলাদেশে এমন ঘটনায় কখনোই দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায় না। এই পুরো ব্যাপারটিকেই মনে করি দায়িত্বহীন সাংবাদিকতা এবং হলুদ সাংবাদিকতা"।

সামগ্রিক বিবেচনায় আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, প্রতিবেদনগুলি সাংবাদিকতার মূলনীতি ও আদর্শের নিরিখে তৈরি করা হয়নি। খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধানে ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে সম্পাদক যখন সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করেছেন তখন এ প্রতিবেদনগুলির মৌলিক চরিত্র হারিয়েছে।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের মূল জবাব, প্রতিউত্তর, ২৫/০৪/২০১৭ তারিখের দাখিলকৃত জবাব এবং পক্ষগণের দাখিলী কাগজপত্র এবং তাদের বক্তব্য বিবেচনা করে বিজ্ঞ সদস্য জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত এর সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জনগণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন যা পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। তাই প্রতিপক্ষকে তদ্রুপ গর্হিত আচরণের জন্য ভর্ৎসনা করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেয়া হলো। প্রতিপক্ষ সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ এর সম্পাদক ভবিষ্যতে তদ্রুপ সংবাদ বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের পূর্বে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে এই বিচারিক কমিটি প্রত্যাশা করে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়। চিকিৎসা ও গবেষণা ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জল ভাবমূর্তি রক্ষা করা সবার দায়িত্ব। শুনানীর সমাপ্তির পর প্রতিপক্ষের ২২/০৪/২০১৮ তারিখের চিঠির প্রেক্ষিতে বিচারিক কমিটির রায় প্রদান কালে কমিটির অন্যতম সদস্যের কোন মতামত গ্রহণ করা হয়নি। এতে রায় প্রদানের ক্ষেত্রে আইনের কোনরূপ বিভ্রাট ঘটেনি। এখানে চেয়ারম্যান এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

প্রতিপক্ষ এই রায়টি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

পত্রিকার একটি অনুলিপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট প্রেরণ করার জন্য অফিসকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য মামলার প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে যে কোন পত্রিকায় তার নিজ খরচে রায়টি হুবহু ছাপাতে পারবেন, সেক্ষেত্রে একটি অনুলিপি কাউন্সিলে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

স্বপন দাশ গুপ্ত
সদস্য